কালের কণ্ঠ

তারিখ ..24 AUG 2016.....
পৃষ্ঠা ..৫... কলাম...2.......

"রহস্যজনক বিস্ফোরণের পর" কুবির ছয় ছাত্রী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ▷

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন সালমানপুর এলাকায় একটি ছাত্রী মেসে রহস্যজনক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ফাহমিদা হাসান নামের এক ছাত্রী দগ্ধ হয়েছেন। তাঁকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার প্রশান্তি নামক চারতলা ভবনে হেভেন ছাত্রী নিবাসে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় ছাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

এদিকে বিস্ফোরণে আহত ছাত্রীর স্বজনরা বলছে, বিস্ফোরণটি ফ্রিজ থেকে হয়েছে। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেছে, একটি ডিপ ফ্রিজটি সচল এবং কম্প্রেসার চালু অবস্থায় রয়েছে। এ নিয়ে আহত ওই ছাত্রীকে নিয়ে সন্দেহ করছে পুলিশ। ওই ছাত্রীর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায়।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে গ্যাস বিস্ফোরণ বা ফ্রিজ বিস্ফোরণের কোনো আলামত নেই। নেই বোমা বিস্ফোরণের কোনো আলামতও। তাহলে কী বিস্ফোরণ হয়েছে, তা নিশ্চিত হতে পারেনি তারা। তবে সম্ভাব্য আলামত সংগ্রহ করে জব্দ করেছে তারা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি নবম ব্যাচের ছাত্রী ফাহমিদা হাসান নিশাসহ চার ছাত্রী সোমবার বিকেল ৪টায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন সালমানপুর এলাকায় প্রশান্তি নামক চারতলা ভবনে হেভেন ছাত্রী নিবাসের চারতলা ভবনের নিচতলায় ওঠেন। মঙ্গলবার ভোর সোয়া ৬টার দিকে হঠাৎ বিকট বিস্ফোরণে ওই এলাকা কেঁপে ওঠে। এতে ওই ছাত্রীর পুরো শরীর ঝলসে যায়। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে নেওয়া হয়।

দগ্ধ একজন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি

কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের বিভাগীয় প্রধান ডা. মির্জা তাইয়েবুল ইসলাম জানান, ওই ছাত্রীর শ্বাসনালিসহ শরীরের ৬৫ শতাংশ পুড়ে গেছে।

ঘটনার বিষয়ে কুবির প্রক্টর আইনুল হক সাংবাদিকদের জানান, ওই বিস্ফোরণটি গ্যাস লাইন থেকে, নাকি অন্য কোনো কারণে ঘটেছে—তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা খতিয়ে দেখছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বিস্ফোরণে ভবনটির নিচতলার একটি কক্ষের দুটি জানালার গ্রিল উড়ে যায়। গ্রিল কাটা অন্য একটি জানালা গ্রিল বিস্ফোরণে গলে গেছে। গ্লাস ভেঙে গেছে। প্লাস্টিকের দুটি দরজা গলে গেছে। তবে কক্ষের আশপাশে গ্যাসের লাইন বা সিলিন্ডার নেই। অক্ষত রয়েছে কক্ষের রেফ্রিজারেটরও। পরে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ, র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব), পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) ও অগ্নিনির্বাপকের একটি দল। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি ও জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে র‌্যাব-১১-এর ফরেনসিক ইউনিট এবং সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট। তারা ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেছে। এগুলো পরীক্ষার পরই এ বিষয়ে জানা যাবে কী কারণে এবং কিভাবে বিস্ফোরণ হয়েছে।

আহত ছাত্রীর পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার নিশা অন্য একটি মেস থেকে 'হেভেন' নামের এই মেসে ওঠেন। তাঁর সঙ্গে আরো তিনজন ওঠেন ওই মেসে। তিনজন এক কক্ষে এবং নিশা অন্য একটি কক্ষে ওঠেন।

পুলিশের নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, আহত ফাহিমা হাসান নিশার পরিবার ও ঘনিষ্ঠরা তার বরাত দিয়ে বলেছে ডিপ ফ্রিজ খোলার পর বিস্ফোরণ হয়েছে। কিন্তু ফ্রিজটি সচল এবং কম্প্রেসারও ঠিক রয়েছে। ফলে এখন এ নিয়ে নানা সন্দেহ দানা বেঁধেছে।

কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দক্ষিণ) আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, রাত ৮টার দিকে নমুনা সংগ্রহ এবং আলামত সংগ্রহের কাজ এবং জব্দ করার কাজ শেষ হয়েছে। এ ঘটনায় রহস্য উদ্‌ঘাটনে ছয় ছাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে ওই ভবন থেকে পাঁচজন এবং একজন তাঁর বান্ধবী।

সূত্র জানায়, আটককৃত ছাত্রীরা হলেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞানের অষ্টম ব্যাচের ছাত্রী ও কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার পেরুল গ্রামের আলী মিয়ার মেয়ে মর্জিনা, আইসিটি বিভাগের অষ্টম ব্যাচের ছাত্রী ও ঢাকার রায়েরবাগের নুর নাহার, মার্কেটিং বিভাগের ছাত্রী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইসরাত জাহান, চৌদ্দগ্রামের শিরিনা আক্তার, পিয়া ও নবীনগরের শায়লা। তাঁদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

কুমিল্লার পুলিশ সুপার শাহ আবিদ হোসেন বলেন, 'বিষয়টি কী কারণে ও কিসের বিস্ফোরণ হয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঢাকা থেকে বিশেষজ্ঞ দল এসেছে। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর আমরা আইনগত ব্যবস্থায় যাব।'